بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

কায়িদাতুল জিহাদ - কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে কোন মুসলমান হত্যা করতে নিষেধ করেছেন

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য যিনি পবিত্র কুরআনে বলেছেন:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30)

"এবং তোমরা নিজেদের হত্যা করো না, আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়াময়। এবং যে কেউ সীমালঙ্ঘন করে এবং অন্যায়ভাবে তা করবে, সে শিগগিরই আগুনে দগ্ধ হবে। আল্লাহর পক্ষে এটা খুবই সহজ"। [সুরা নিসা-৪:৩০]

দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের সম্মানিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, যিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ؟ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ

(ورواه الترمذي)(1621)

আমি কি তোমাদেরকে সত্যিকারের মুমিন সম্পর্কে বলব? যার (অনিষ্ট) থেকে মানুষের জান মাল নিরাপদ থাকে। আর প্রকৃত মুসলমান তো সেই ব্যক্তি, যার হাত ও মুখ থেকে অপর মুসলিম নিরাপদ থাকে। আর প্রকৃত মুজাহিদ তো সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর আনুগত্যে নফসের সঙ্গে জিহাদ করে। আর প্রকৃত মুহাজির তো সেই ব্যক্তি, যে গুনাহ পরিত্যাগ করে। (তিরমিজি)

আম্মা বাদ-

সাম্প্রতিককালে আমাদের কাছে একটি দুঃখজনক খবর এসেছে। তাহরীরুশ শাম সংগঠনের নেতৃত্ব "ফাসবুতু অপারেশন রুম" এর মুজাহিদদের উপর হামলা চালিয়েছে। তারপর তাদের পরিবারের উপর সীমালঙ্ঘন করেছে। তাহরীরুশ শাম ছেড়ে অন্য দলের সাথে জিহাদ করার কারণে কিছু ভাইকে বন্দি করেছে। তারপর বিষয়টি গড়িয়ে পরস্পরে যুদ্ধ পর্যন্ত পৌঁছেছে। অথচ তাদেরকে বারবার শরয়ী সমাধানের জন্য আহবান করা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)

"আর তোমাদের মধ্যে যদি কোন বিষয়ে মতভেদ ঘটে সে ব্যাপারে আল্লাহর কোরআন ও রাসূলের শরণাপন্ন হও। এটাই কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠ পরিণতি"। [সুরা নিসা-৪:৫৯]

এই ঘটনার পর তাহরীরুশ শামের পক্ষ থেকে হামলার কারণ নিয়ে ধারাবাহিক অনেকগুলো বয়ান ও বিবৃতি এসেছে।

কায়িদাতুল জিহাদ - কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে কোন মুসলমান হত্যা করতে নিষেধ করেছেন

আমরা আমাদের নসিহত স্বরূপ এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ এর নির্দেশ থেকে দায়িত্ব মুক্ত হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত কথাগুলো বলছি -

১. বর্তমানে বিশ্ব কুফুরী শক্তি আঞ্চলিক ইমারাহগুলোকে দিন দিন দুর্বল করছে। চারপাশ থেকে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করছে। দিন দিন ইমারার ভূমি দখল করছে। এই অবস্থায় এই আঞ্চলিক ইমারার উপর ইসলামী খেলাফতের মাসআলা প্রয়োগ করা একটি মারাত্মক ভুল। জ্ঞানগত ও প্রায়োগিক উভয় দিক থেকেই ভুল। এর পরিণতি হলো ফেতনা, অবৈধ রক্তপাত, মুসলমানদের শক্তি কমে যাওয়া। এর ফলে নিজেদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়।

তাই আমরা ইদলিবে অবস্থানরত সকল মুজাহিদ গ্রুপকে নসিহত করছি: কোন দলের অবস্থান এখনো এমন হয়নি যে, তাদের হাতে সমস্ত মুসলমানের বাইআত হওয়া ওয়াজিব। তাছাড়া তাদের অনুমতি ব্যতীত এবং তাদের দলের অধীনস্থতা গ্রহণ করা ব্যতীত অন্য কেউ জিহাদ করতে পারবে না বা করলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে, বিষয়টি এমনও নয়।

২. মুজাহিদদের মাঝে ঐক্য-সম্প্রীতি বজায় রাখা একটি শরয়ী ফরজ, এতে কোন অস্পষ্টতা নেই। এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হল আল্লাহ তা'য়ালার এই বাণী:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

"তোমরা সবাই আল্লাহর রশ্মিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না"। [সুরা আলে-ইমরান: ১০৩]

সুতরাং এই ফরজ বিধানকে ভুলে গেলে চলবে না। নির্দিষ্ট দিফাঈ জিহাদে এই একতা আনতে হলে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এর মাধ্যম আল্লাহ তা'য়ালা একাত্মতা সৃষ্টি করে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

পদক্ষেপগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল - শরয়ী বিচার ফয়সালা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হেদায়াতকে গ্রহণ করা। মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব, কাফেরদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা। সবাই যদি এই বিষয়গুলো পালন করে তাহলে আল্লাহ মুমিনদের অন্তর পরস্পরের সাথে মিলিয়ে দিবেন। এতে মুমিনদের পরস্পরের মাঝে বিশ্বস্ততা বাড়বে। আর পরস্পরের বিশ্বস্ততা ছাড়া একতা সৃষ্টি হবে না। আল্লাহর সাহায্যও আসবে না। কাফেরদের সামনে এক দেহের ন্যায় সীসাঢালা প্রাচীরের মতো দাঁড়ানো যাবে না।

তাই শরয়ী সমাধান এটা নয় যে, মুমিনদের উপর চড়াও হবে। তাদের রক্তকে বৈধ করবে। কারণ এখন পর্যন্ত মুমিনগণ একজন ব্যক্তিকে মান্য করার ব্যাপারে একমত হয়নি। সবাই এখন নুসাইরিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। আর বড় দলের কাছেও কুরআন হাদিস অথবা ইজমা দ্বারা প্রমাণিত এমন কোন দলিল নেই, যা তাদের মুসলমান ভাইকে হত্যা করার বৈধতা দিতে পারে।

তাই একমাত্র সমাধান হল আল্লাহর বিধানের প্রতি প্রত্যাবর্তন করা। আর নিম্নোক্ত আল্লাহর বাণী অনুযায়ী আমল করা, আল্লাহর বাণী:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা কঠোর শাস্তিদাতা। [সূরা মায়িদাহ ৫:২]

কায়িদাতুল জিহাদ - কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে কোন মুসলমান হত্যা করতে নিষেধ করেছেন

মুসলিম শরীফের এক হাদিসে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله و عرضه أخرجه مسلم

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের রক্ত, সম্পদ, সম্মান নষ্ট করা হারাম। (মুসলিম)

৩. মুসলিম জামাতগুলোকে ফাটল ও বিভেদ থেকে রক্ষা করার আসল নীতিমালা আমরা হাদিস শরীফে পাই। সেটি হল নাসাঈ ও তিরমিজির একটি হাসান হাদিস যা আলবানী রহ. সহিহ সাব্যস্ত করেছেন। রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

لزوال الدنيا أهون علي الله من قتل رجل مسلم (رواه النسائي والترمذي)

আল্লাহর নিকট একজন মুসলমান হত্যা হওয়ার থেকে সমস্ত দুনিয়া ধ্বংস হওয়া তুচ্ছ। (নাসাঈ, তিরমিজি)

এই হাদিস দ্বারা স্পষ্টত বুঝা যায়, মুসলমানদের রক্তের হেফাযত করা জিহাদি গ্রুপ রক্ষা থেকে গুরুত্বপূর্ণ। তাই দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাক, সমস্ত তানযিম, দল, অপারেশন রুম - সব কিছু শেষ হয়ে যাক, তারপরেও আমাদের হাতে যেন কোন মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত না হয় সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে। মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত করা, তাদের হক নষ্ট করা, তাদের সম্পদ দখল করা, তাদের স্বাধীনতা খর্ব করা - ঐক্য সৃষ্টির ও অনৈক্য দূর করার কোন মাধ্যম নয়। ঐক্য তো আসবে মুসলমানের সামনে বিনয়ী হওয়ার দ্বারা, তাদের খেদমত করার দ্বারা, তাদেরকে সম্মান করার দ্বারা, তাদের মাঝে আস্থা ফিরিয়ে আনার দ্বারা।

৪. কোন গ্রুপের অধীনস্থদের অন্য গ্রুপের অধীনে দ্বীনের কাজ করার স্বাধীনতা খর্ব করা বৈধ নয়। যতক্ষণ না মুসলমানরা একজন ব্যক্তিকে (আমীর হিসেবে) মান্য করতে একমত হয়। কারণ দ্বীনি কাজসহ সমস্ত ইবাদাত পরস্পরের সন্তুষ্টির মাধ্যমে হয়, জোর জবরদস্তির মাধ্যমে নয়।

আর মুমিনদের জন্য শর্ত পূরণ করা জরুরী। তাই যে ব্যক্তি কোন দলের সাথে দ্বীনের কাজ করার বাইআত ও অঙ্গিকার করেছে সে তার অঙ্গিকার ভঙ্গ করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার আমীরদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিজের বিষয়ে দায়িত্বমুক্তি ও দলে না থাকার ঘোষণা না দিবে। আর আমিরদের জন্য তার পথে বাঁধা হওয়া জায়েয নেই। তারপর সে যেখানে, যাদের সাথে কাজ করতে চায় সেক্ষেত্রেও বাঁধা দেয়া জায়েয নেই। জিহাদি কাজকে মজবুত করা ও যুবকদেরকে জিহাদে টানার জন্য বর্তমানে এর প্রয়োজন খুব-ই বেশি। জামাতবদ্ধ ইবাদাতের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেয়াই হলো মূলনীতি। তাই বান্দা যার সাথে চায়, যেখানে থেকে চায় – সেখানে থেকেই ইবাদাত করতে পারবে। এক্ষেত্রে কোন দোষ নেই। এই ইসলামি মূলনীতির মাধ্যমে ইসলামের কাজগুলো সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হয়।

পরিশেষে আমরা সকল মুসলমানকে সতর্ক করে দিচ্ছি যে,

তারা যেন জাহান্নামের দরজাগুলির কড়া নাড়া থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখেন। আল্লাহর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের অভিসম্পাত থেকে বেঁচে থাকেন। আর ঈমান গ্রহণের পরে কুফুরীতে প্রত্যাবর্তন না করেন, (কুফরিতে প্রত্যাবর্তনের) ফলে একে অপরের ঘাড়ে আঘাত করবেন। এবং প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তিম বাণীকে রক্ষার জন্য মুসলমানদের রক্তকে সংরক্ষণ করেন। তাদের মনে রাখতে হবে যে, ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর হল নিষিদ্ধ রক্তের সম্মান রক্ষা করা। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

কায়িদাতুল জিহাদ - কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে কোন মুসলমান হত্যা করতে নিষেধ করেছেন

الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن

ঈমান হত্যাকাণ্ডকে রোধ করে, আর মু'মিন কখনো খুন করতে পারে না। [সুনানে আবু দাউদ]

একজন মুসলিমের রক্তপাত হারাম হওয়ার বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সংবাদ পৌঁছার পরেও একজন জালিমের হৃদয় শান্তভাবে কি করে তার মুসলিম ভাইয়ের বুকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করতে পারে?! কীভাবে মুজাহিদিনরা নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকতে পারে?! অথচ শত্রুরা তাদেরই ঘরে তাদের অপেক্ষায় বসে আছে! এবং তাদেরকে স্বমূলে নির্মূল করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। **কাইসারের** প্রকাশিত ছবিতে তাদের ভাইদের সাথে ঘটা ঘটনাগুলি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য বহন করে। এজন্য আমরা সকল মুজাহিদীনকে সকল স্তরে তাদের মুসলিম ভাইদের রক্তের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করার বিষয়ে বিনীত নিবেদন করছি। যুক্তি ও শরয়ী আইনের নিরিখে শাসন কার্য পরিচালনা করার আবেদন করছি। দ্রুত আল্লাহর বিধানের আলোকে একটি স্বাধীন বিচার বিভাগের অবতারণা শুরু করার আহবান করছি। হাদিসের ভাষ্যমতে:

أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فِي الدِّمَاءِ

"কেয়ামতের দিন মানুষের মাঝে প্রথমে রক্তের বিষয়ে বিচার করা হবে"। [বুখারী ও মুসলিম]

পারলৌকিক বিষয়কে দুনিয়াবি বিষয় থেকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। হাদিসে মাজলুম বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার উদ্যোগের গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

فَكُّوا العَانِيَ رواه البخاري

"তোমরা বন্দীদের মুক্ত কর"। [বুখারী]

জামায়াত আল-কায়েদার অনুগত 'তাহরীরুশ শাম' সদর দফতরের নেতৃত্বে থাকা প্রতিটি ভাই ও সদস্যদের প্রতি বিশেষ আহ্বান হল –

তারা যেন তাদের মুসলিম ভাইদের দিকে অস্ত্র উত্তোলন না করেন। বিচ্ছিন্নতা এবং বিভক্তিকরণকে দূর করে একীভূতকরণের অজুহাতে - তাদের ভাইদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তাদের নেতাদের আদেশের প্রতি সাড়া দেওয়া থেকে যেন বিরত থাকেন।

হে তাহরীরুশ শাম সংগঠনের পিতৃতুল্য নেতৃবৃন্দগণ!

অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা কোন একজন মুমিনকে হত্যা করতে তাঁর রাসুলকে নিষেধ করেছেন। অথচ আজকে আপনাদের দ্বারা মুজাহিদিন ভাইদের হত্যা করার ঘটনা ঘটছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"إن الله أبي علي قتل مؤمن" ثلاث مرات حديث صحيح رواه الإمام ابن أبي عاصم في كتابه (الديات)

"নিশ্চয়-ই আল্লাহ তা'য়ালা কোন মুমিনকে হত্যা করতে আমার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন"।

কথাটির গুরুত্বারোপ করতে তিন তিনবার ব্যক্ত করেছেন। উক্ত সহীহ হাদিসটিকে ইবনু আবী আসেম স্বীয় কিতাব 'আদ্দিয়্যাত' এ উল্লেখ করেছেন।

কায়িদাতুল জিহাদ - কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে কোন মুসলমান হত্যা করতে নিষেধ করেছেন

হে তাহরীরুশ শাম সংগঠনের পিতৃতুল্য নেতৃবৃন্দগণ!

আপনাদের সৎকর্মশীল পূর্বপুরুষ ও প্রিয়জনদের মাঝে আপনাদের জন্য রয়েছে অনুসরণীয় উত্তম ব্যবস্থা। ইমাম আবু ইয়ালা স্বীয় কিতাবে এবং ইমাম তাবারানী স্বীয় কিতাব 'মু'জামুল কাবীরে' এবং ইমাম হাকিম তার 'মুস্তাদরাক' কিতাবে হাসান সনদে আমের শা'বী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

মারওয়ান ইবনে হাকাম একবার দাহ্হাক ইবনে কায়সের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। তখন মারওয়ান বনী আসাদ গোত্রের 'আইমান ইবনে খুরাইম' নামক এক ব্যক্তিকে বলল: "তুমি কি আমাদের সাথে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করবে না"? আইমান বলল "না। কেননা আমার পিতা ও চাচা উভয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। তারা উভয়ে আমার থেকে এই মর্মে ওয়াদা নিয়েছেন যে, আমি যেন এমন কারোর সাথে লড়াই না করি, যে কি-না সাক্ষ্য দেয় 'আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই'। এখন এ ওয়াদা পালন করাটা জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ হওয়া সত্ত্বেও কেন তোমার সাথে (কোন মুসলিমের বিরুদ্ধে) লড়াইয়ে অংশ নিব?!"

একথা শুনে মারওয়ান বলল: "এখান থেকে ভাগো এবং আমাদের থেকে দূর হও! তোমাকে দিয়ে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই"। পরে তারা লড়াই শুরু করে দেয় ও আইমানকে গালমন্দ করতে থাকে। জবাবে আইমানও বলতে থাকে:

সালাত আদায়কারীর সাথে লড়াকু, আমিতো এমন নই!

কুরাইশের রাজার সাথে লড়াই, এটা কি শোভা পায়?

তাঁর জন্য রয়েছে কর্তৃত্ব, আমার জন্য রয়েছে পাপ,

আল্লাহর আশ্রয় চাই; অজ্ঞতা, উদাসীনতা দূরে থাক

অপরাধ ছাড়াই হত্যা করি আমি? একজন মুসলিমেরে!

বেঁচে থেকে লাভ কি বল, যদি না বাঁচি পরের তরে?

ইমাম ইবনে আবিদ্দুনিয়া তার রচিত 'আল-ইশরাফু ফী মানাযিলিল আশরাফ' কিতাবে, ইমাম আব্দুল গণি ইবনে আব্দুল ওয়াহিদ আল-মাকদিসী স্বীয় কিতাবের 'তাহরীমুল ক্বতলি ওয়া তা'জীমুহু' অংশে শামী হাসান সনদে আসেম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

মারওয়ান ইবনে হাকাম একদিন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) কে বললো- "আসুন! আমরা আপনার হাতে বাইয়াহ্ গ্রহণ করি, কেননা আপনি তো আরবের সর্দার এবং আরবের সর্দারের সন্তান"। ইবনে উমর (রা:) বললেন- "আমি কি করে প্রাচ্যের লোকদের সাথে এমন ব্যবহার করতে পারি?" মারওয়ান বললো: "আমরা তাদেরকে হত্যা করবো"। অত:পর ইবনে উমর (রা:) বললেন- "আল্লাহর শপথ! আরবরা সত্তর বছর যাবৎ আমার নিন্দা করেছে। তবুও আমার কারণে একজন লোককে হত্যা করা হবে – আমি এতে সন্তুষ্ট নই"।

অত:পর মারওয়ান বের হয়ে গেলো এবং বলতে লাগলো:

কায়িদাতুল জিহাদ - কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে কোন মুসলমান হত্যা করতে নিষেধ করেছেন

"আমি দেখি রাষ্ট্রের উষ্ণতা বিদ্রূপ করে ফিরে ...

যারা ছিল নিচু তারাই রাজা আবী লায়লার পরে"

অবশেষে; আমরা খোদাপ্রেমী আলেমদেরকে ফিতনারোধ করা, যাবতীয় ফেতনার অপসারণ ও মুসলমানদের রক্ত সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা রাখার পরামর্শ দিচ্ছি। আল্লাহ তা'য়ালা সাক্ষী এবং তিনিই অধিক জ্ঞাত যে, আমাদের এ বয়ানের দ্বারা কোন দলের বিপক্ষে অন্য দলকে সাহায্য করা উদ্দেশ্য নয়, কোন শাখার উপরে অন্য শাখাকে শক্তিশালী করাও উদ্দেশ্য নয়। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল সাধারণ মুসলমানদের রক্তের জন্য উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা এবং সিরিয়ার বিপ্লবের সামগ্রিক জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

আল্লাহর অশেষ কৃপায় আমরা পূর্বের অভ্যন্তরীণ লড়াই চলাকালে মুসলমানদের রক্তের রক্ষণাবেক্ষণের ডাক দিয়ে সেখান থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে পেয়েছি। সেখানে যুদ্ধকারীদের মধ্যে বিদ্রোহ ও অন্যায় চলছিল। তথাপি দুঃখজনক হল, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার পরও রাশিয়ান দখলদার এবং এর এজেন্টদের হাতে বাস্তুহারাদের ভিটামাটির স্থানচ্যুতি ঘটে এবং সে অঞ্চলগুলির পতন হয়।

হে আল্লাহ্! আপনার নিকট-ই ওজর পেশ করছি, তারা যেন এ ব্যাপারে আপনাকেই ভয় করে।

হে আল্লাহ্! আপনি সাক্ষী থাকুন, আমরা চেষ্টা করেছি, পরামর্শ দিয়েছি, সঠিক বার্তা পৌঁছিয়েছি এবং সঠিক পথের নির্দেশনা দিয়েছি। আমাদের দায়িত্ব শুধুমাত্র সত্যকে পৌঁছে দেওয়া।

যুলক্বদাহ ১৪৪১ হিজরী

জুন ২০২০ ইংরেজি